গাংনী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শন করলেন এমপি খোকন

মেহেরপুর -২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য ও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি সাহিদুজ্জামান খোকন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স আকস্মিক পরিদর্শন করেন। সেখানে রোগীদের খাবারের মান দেখে অসন্তুষ্ট প্রকাশ করেন তিনি। রোগীদের খাবার ও সেবা নিয়ে ছিনিমিনি খেলার কোন সুযোগ নেই উল্লেখ করে সংশ্লিষ্টদের হুঁসিয়ারী দেন তিনি।

আজ বুধবার বেলা দেড় টার সময় হঠাৎ করেই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে উপস্থিত হন এমপি খোকন। তিনি প্রথমে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বাবুর্চি খানায় গিয়ে উপস্থিত হন। রোগীদের জন্য নিম্নমানের চাউল রান্না করা হয়েছে, তরকারি হিসেবে যে সব্জি ও মাংস রান্না করা হয়েছে সেটাও মানসম্মত নয়। তালিকা অনুযায়ী খাদ্য সরবরাহ না করারও অভিযোগ পান তিনি।

এ ছাড়াও খাদ্য তালিকায় সকালের নাস্তায় রোগী প্রতি ১টি মুরগীর ডিম, ২টি পাকা কলা, ১০০ গ্রাম উন্নতমানের পাউরুটি (২পিস)।

দুপুর ও রাতের খাবারে ৩৫০ গ্রাম চাউল (সিদ্ধ) মাঝারী, ৪০ গ্রাম মসুরের ডাল, ৪০ গ্রাম সোয়াবিন তেল, ১৪ গ্রাম লবন (আয়োডিন যুক্ত), ৮০ গ্রাম মাংস (খাসী) অথবা ২৬০ গ্রাম দেশী মুরগীর মাংস, অথবা ৩২৫ গ্রাম ফার্মের মুরগীর মাংস, অথবা ২৩৬.৩৬ গ্রাম (রুই,কাতলা,মৃগেল) মাছ, অথবা ২৮৮.৮৮ গ্রাম (গ্রাস কার্প, সিলভার কার্প, আমেরিকান রুই) মাছ, ৫৮ গ্রাম গোল আলু, ১ কেজি জ্বালানী শুকনা কাঠ (আম), ১০০ গ্রাম পেঁপেঁ/ মিষ্টি কুমড়া, অথবা ১৫৬.২৫ গ্রাম লাউ, অথবা ২৫০ গ্রাম পাতা/ফুল কপি, ২৫ গ্রাম পিঁয়াজ, ১০ গ্রাম রসুন, ৪ গ্রাম জিরা, ২ গ্রাম হলুদ (গুড়া), ৫ গ্রাম শুকনা মরিচ (গুড়া), ৩ গ্রাম ধনিয়া (গুড়া), ২ গ্রাম আদা, ১.৮৪ গ্রাম গরম মসলা (এলাচ,দারচিনি,লবঙ্গ) সর্বমোট ১২৫ টাকা মূল্যের খাবার সরবরাহের নির্দেশনা থাকলেও রোগীদের নিকট থেকে না পাওয়ার অভিযোগ উঠছে প্রতিনিয়ত।

সংশ্লিষ্টদের উপস্থিতিতে ঠিকাদারকে সতর্ক করে পরবর্তীতে সিডিউল বহির্ভূত কোন খাদ্য সামগ্রী পরিবেশন করা হলে কঠিন ব্যবস্থা

নেওয়ার হুঁসিয়ারী দেন।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আরএমও (রেসিডেন্সিয়াল মেডিকেল অফিসার) সাদিয়া সুলতানাকে প্রতিনিয়ত তালিকা অনুযায়ী খাদ্য সরবরাহ করা হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করার নির্দেশ দেন।

এ সময় উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মস্তফা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ রিয়াজুল আলম, আরএমও ডাঃ সাদিয়া সুলতানা, ডাঃ এম কে রেজা, প্রধান সহকারী আসাদুল ইসলাম লিটন, বাবুর্চি লাইলী খাতুন, ঠিকাদার ঝন্টু মিয়া উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে বিএনপির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি’র ৪২ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকালে জেলা আইনজীবী সমিতি মিলনায়তনে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন এর সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় তিনি বলেন, বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি বাণিজ্য হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নামে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সামনে রেখে মুক্তিযোদ্ধার কথা বলে সবচেয়ে বেশি লুটপাট করছে। দেড় গজের কালো মুজিব কোট পরে সারা বাংলাদেশে একশ্রেণীর বিশাল জনগোষ্ঠী লুটপাট করতে নেমেছে।

করোনাকালীন মানুষ জীবন-জীবিকা নিয়ে ব্যস্ত। একদিকে বন্যায় ভাসছে বাংলাদেশ অন্যদিকে করোনাই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ চিকিৎসার অভাবে মানুষ তার জীবন ও জীবিকা কে নির্দিষ্ট ধারাবাহিকতায় পরিচালনা করছে। রাষ্ট্র যখন জনগণের সামর্থ্য হারায় জনগণের ভোট যখন হরণ করে সেই রাষ্ট্রকে একটি কোষ্ঠবদ্ধতা রাষ্ট্র আর পুলিশ বাদী রাষ্ট্র যাই বলুন না কেন সেই রাষ্ট্র হল প্রকৃত অর্থেই জনগণের

বিরুদ্ধে একটি পরিচালিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা। এই রাষ্ট্রব্যবস্থাকে কখনো ভারতের সমর্থনে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে, কখনো অন্যদেশের সমর্থনে টিকিয়ে রাখা হয়েছে। তার বিনিময়ে দেশের সম্পদ লুণ্ঠনের সুযোগ করে দিয়েছে অন্য দেশকে।

এসময় আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান, পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, দপ্তর সম্পাদক আবু সুফিয়ান হাবু, সদর উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, তাঁতী দলের সভাপতি আরজুল্লা মাস্টার বাবলু, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক আজমল হোসেন মিন্টু, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, জেলা ছাত্রদলের সহসভাপতি আকিব জাভেদ সেনজির।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি মুশাররফ হোসেন তপু, সদর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক লিয়াকত আলী, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আবুল হাসান, সদস্য সচিব আনোয়ারুল ইসলাম,জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেন,সাংগঠনিক সম্পাদক সাঈদ বিন রফিক সিজার সহ মেহেরপুর জেলা বিএনপি, যুবদল,স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদল সহ সকল অংগ সংগঠনের নেতৃবৃন্দরা

গাংনীতে মা মেয়ের অনশন অব্যাহত

মেহেরপুরের গাংনী পৌর মেয়রের ঘুষ নেয়া ১৫ লাখ টাকা ফেরতের দাবিতে অমরণ অনশন অব্যাহত রেখেছেন মৌমিতা খাতুন পলি ও তার মা।

মঙ্গলবার সকাল থেকে গাংনী উপজেলা পরিষদ শহীদ মিনার চত্বরে অনশনে বসেছেন তারা। মৌমিতা খাতুন পলি গাংনী পৌর এলকার শিশিরপাড়া গ্রামের শাহাবুদ্দিন ওরফে বাহাদুরের মেয়ে জনৈক মোমিনের স্ত্রী।

মৌমিতা খাতুন পলি জানান, গাংনী পৌরসভায় সহকারী কর আদায়কারী পদে নিয়োগের জন্য পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলামের সাথে ১৫ লাখ টাকায় চুক্তি হয়। জামি-জমা বন্ধক রেখে, ধারদেনা সহ বিভিন্ন এনজিও মানুষের কাছে চড়া সুদে টাকা নিয়ে মেয়রকে দেওয়া হয়েছে। মেয়রের নির্দেশে গত ২০১৮ সালের ২৪ জানুয়ারি ইসলামী ব্যাংক মেহেরপুর

শাখায় মেয়র আশরাফুল ইসলামের স্ত্রী জেলা পরিষদ সদস্য সাহানা ইসলাম শান্তনার ৬৪৫৪ নম্বর (হিসাবে) একাউন্টে ৫ লাখ ৭০ হাজার,২৫ জানুয়ারি ৫০ হাজার, ৫ ফেব্রুয়ারি ১ লাখ ৯০ হাজার টাকা জমা দিয়ে ১৫ লক্ষ টাকার বাকী টাকা নগদ প্রদান করা হয়। টাকা নিয়ে ২০১৮ সালের ১৯ মে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলেও আমাকে নিয়োগ না দিয়ে অন্য একজনকে সহকারী কর আদায়কারী পদে নিয়োগ দেন মেয়র আশরাফুল।

আমাকে নিয়োগ না দেওয়ায় আমার প্রদেয় টাকা ফেরত চেয়ে বারবার তাগাদা দিলেও কোন কর্নপাত না করে মারধর ও হুমকি দিয়ে পৌরসভা থেকে বের করে দেয়। তাই বাধ্য হয়ে বিচার চেয়ে গেল ২০ আগস্ট বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত গাংনী শহীদ মিনারে টাকা ফিরে পাবার দাবিতে অনশন করি। পরে গাংনী থানার ওসি বিচারের আশ^◌াস দিলে বাড়ি ফিরে যায়।

বিষয়টি নিয়ে গেল ২১ আগস্ট রাত্রিতে গাংনী থানা চত্ত¦রে পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলামের উপস্থিতিতে তার বিরুদ্ধে ১৫ লাখ টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগের সালিস বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । বৈঠকে গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আ’লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোঃ ওবাইদুর রহমান, গাংনী থানার সেকেন্ড অফিসার আহসান হাবিব,এস আই আব্দুল হান্নান,সাবেক এমপি মোঃ মকবুল হোসেনের একান্ত সহকারী সাহিদুজ্জামান শিপু,পৌর কাউন্সিলর মিজানুর রহমান,সাহিদুল ইসলাম, এনামুল হক, শ্রমিক নেতা মনিরুজ্জামান মনি, অভিযোগকারী মৌমিতা খাতুন পলি, তার মা বাবা সহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পলির স্বামীকে নিয়ে বসে তাদের মধ্যে টাকা লেনদেনের বিষয়টি মিটিয়ে ফেলতে সকলে উদ্যেগী হবেন বলে আশ^স্ত করা হয়।

তবে মেয়র আশরাফুল ইসলাম-পলির স্বামী মোমিনকে টাকা ফেরত দিয়েছেন দাবি করে বলেন চাকুরীর জন্য নয় জমি সংক্রান্ত বিষয়ে টাকা নেয়া হয়েছিলো। যখন নিয়োগ পরীক্ষা হয় তখন আমি মেয়রের দায়িত্বে ছিলাম না।

গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আ’লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক বলেন,থানায় সালিস বৈঠকে মেয়র আশরাফুল ইসলাম জানায় পলির স্বামী মোমিন তার ডায়েরীতে স্বাক্ষর টাকা ফেরত নিয়েছেন বলে দাবি করে। অপরদিকে মোমিন টাকা ফেরত নেয়নি বলে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে দাবি করে। পরে সভায় সর্ব সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয় যদি স্বাক্ষর

ঠিক থাকে তাহলে মৌমিতা খাতুন পলি টাকা আর পাবেনা। আর যদি স্বাক্ষর না মেলে তাহলে মৌমিতা খাতুন পলিকে ১৫ লাখ টাকা ফেরত দিতে হবে মেয়রকে। মৌমিতা খাতুন পলির স্বামীর উপস্থিতিতে আবারো বৈঠক বসবে জানিয়ে সভা শেষ করা হয়। গত ২৮ আগস্ট মৌমিতা খাতুন পলির স্বামী মোমিন থানায় আসলেও মেয়র হাজির না হওয়ার কারণে বৈঠক করা যায়নি।

তবে কাউন্সিলর সাহিদুল ইসলাম বলেন, মেয়র চাকুরীর জন্য টাকা নিয়েছেন। যা পৌর পরিষদের অনেকেই জানেন।

মৌমিতা খাতুন পলির দাবি চাকরির দেওয়ার নামে ঘুষ নিয়ে সেই টাকা মেয়র ফেরত না দেওয়ায় প্রথম দফা অনশন, তারপর সালিশ বৈঠক হলো। এর পরেও কোন কুল কিনারা না পেয়ে থেকে আবার অনশন শুরু করলাম। আমার গর্ভে সন্তান আছে। টাকা না দেওয়ায় এখন আমার স্বামী আমাকে নিতে চাচ্ছে না। একমাত্র মৃত্যুই এর সমাধান। আমি আর উঠছি না। আমি ও আমার অনাগত সন্তান মারা গেলে আমাদের লাশ বাড়ি যাবে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সেলিম শাহনেওয়াজ বলেন,বিষয়টি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবগত করা হয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোঃ ওবাইদুর রহমান জানান, অনশনের বিষটি তিনি জেনেছেন। তিনি বলেন আমরা স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও মেয়র সাহেবের সাথে বসেছিলাম। বিষয়টি অমীমাংসিত রয়ে গেছে। তবে এসব বিষয়ে আদালতের স্মরণাপন্ন হওয়া ছাড়া কোন উপাই দেখছিনা। তাদের নিরপত্তার জন্য শদীন মিনার এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

গাংনীতে শিশুর আত্মহত্যা

মেহেরপুরের গাংনীতে ইসমাইল হোসেন (৯) নামের এক শিশু আত্মহত্যা করেছে।

মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২ টায় উপজেলার রাইপুর গ্রামের তার নিজ বাড়িতে আত্মহত্যা করে। ইসমাইল হোসেন রাইপুর গ্রামের রাশিদুল

ইসলামের ছেলে।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো: ওবাইদুর রহমান জানান,টাকা না দেওয়ায় ইসমাইল হোসেন তার মা আফরোজার উপর অভিমান করে গলায় ওড়না পেচিয়ে নিজ ঘরে আত্মহত্যা করে।

ইসমাইল হোসেনের বোন বৃষ্টি জানান, ছোট ভাই ইসমাইলকে ঘরে ঝুলতে দেখে তাকে নীচে নামিয়ে গাংনী হাসপাতালে নেয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষনা করেন।

গাংনীতে মোয়াজ্জেম কে কুপিয়ে হত্যা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজীপুর ইউনিয়নের সাহেবনগর গ্রামে ছহির উদ্দীন (৭৫) নামের এক নৈশ প্রহরীকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। ৫ সন্তানের জনক নিহত ছহির উদ্দীন সাহেবনগর গ্রামের মৃত নায়েব উদ্দীন মন্ডলের ছেলে। এবং সাহেবনগর হাফেজিয়া মাদ্রাসা ও এ এতিমখানার নৈশ প্রহরী।

আজ বুধবার (২ সেপ্টেস্বার) সকাল ১০টার দিকে সাহেবনগর এতিমখানা – গোরস্থান সংলগ্ন স্থান থেকে ছহির উদ্দীনের রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করে গাংনী থানা পুলিশ সদস্যরা।

নিহত ছহির উদ্দীনের স্ত্রী হানুফা খাতুন জানান.আমার স্বামী ছহির উদ্দীন মাদ্রাসায় পাহারা দিয়ে থাকেন। বুধবার সকালে মাদ্রাসার শিক্ষক-ছাত্ররা মাদ্রাসায় ছিলেন না। এ সুযোগে সন্ত্রাসীরা তাকে একা পেয়ে এতিমখানার পাশে গোরস্থানের নিকটে কুপিয়ে হত্যা করে ফেলে যায়। তার সাথে কারোর কোন বিরোধ ছিলোনা।

গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান জানান,ছহির উদ্দীনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। হত্যার ক্লু উদ্ধারে পুলিশ মাঠে নেমেছে।

# করোনা : মেহেরপুরে নতুন আক্রান্ত ১৫ জন , মোট ৫৪১

মেহেরপুরে আজ নতুন করে ৫ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এর মধ্যে সদরে ৯ জন , গাংনী ৪ , মুজিবনগর ২ জন। এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্ত হলেন ৫৪১ জন।
মঙ্গলবার রাতে মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা .নাসির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান , আজ প্রাপ্ত ৫৩ টি রিপোর্টের মধ্যে ১৫টি পজিটিভ। এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা - ৩৭০৮ টি।

মেহেরপুর জেলায় বর্তমানে আক্রান্ত রয়েছেন ১২৫টি। (সদর ৬৩ , গাংনী ৪৩, মুজিবনগর ১৯ ) জন। এ পর্যন্ত জেলায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়ে - ১১ জন। (সদর-৫, গাংনী - ৫, মুজিবনগর -১)। সুস্থ হয়েছেন 3৩১৮ জন। অন্যত্র ট্রান্সফার্ড করা হয়েছে ৩৫ জনকে।

ভিন্নভাবে পাওয়া করোনা আক্রান্তরা হলেন- গাংনীর বামন্দীর বুলবুল ,মোহাম্মদপুরের ইদ্রিস আলী, থানাপাড়ার সুফিয়া খাতুন , ব্যাংকার আব্দুল হাকিম , মুজিবনগরের মানিকনগরের নুরজাহান , আসাদুজ্জামান , মেহেরপুর সদরের বাড়িবাঁকার আলমগীর হোসেন , সুমন আলী, দিঘিরপাড়ার ফজলুর রহমান , মদনার মিরাজুল , কামদেবপুরের আব্দুল্লাহ , বাড়িবাঁকার তরিকুল ইসলাম , শহরের মিয়াপাড়ার মহিদুল ইসলাম , হসপিটাল পাড়ার গিয়াসউদ্দিন ,মল্লিক পড়ার মিজানুর রহমান।

# গাংনীতে বিনামূল্যে মাস্ক

বিতরণ করলেন পৌর মেয়র

করোনা প্রতিরোধে বাসযাত্রী ও পথচারীদের মাঝে বিনামূল্যে মাস্ক বিতরণ করেছে মেহেরপুরের গাংনী পৌরসভা।

আজ মঙ্গলবার সকাল ১০ টার দিকে গাংনী বাজার বাসস্ট্যান্ডে পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলামের নেতৃত্বে কাউন্সিলর ও পৌর কর্মকর্তা কর্মচারীগণ বিনামূল্যে এ মাস্ক বিতরণ করেন।

মাস্ক বিতরণের সময় সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে মেয়র আশরাফুল ইসলাম বলেন, করোনা প্রাদুর্ভাব কমাতে সচেতনা অত্যন্ত জরুরী। নিজের ও পরিবারের সুরক্ষার জন্য মাস্ক ব্যবহার প্রত্যেককে নিশ্চিত করতে হবে।

এ সময় তিনি পথচারী ও যানবাহনে ভ্রমনরত মানুষকে পৌরসভার মনোগ্রাম সংবলিত মাস্ক বিনামূল্যে প্রদান করেন। এ সময় ৫ হাজার মাস্ক বিতরনের ঘোষণা দেন তিনি।

গাংনীতে মাছের পোনা অবমুক্ত করণ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা মৎস্য ডক্টরের উদ্যোগে ৪শ’ কেজি মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়েছে।

মৎস্য অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেটের আওতায় ২০২০-২১ অর্থ বছরে বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক পুকুর/উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়।

আজ মঙ্গলবার সকালে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা রবিউল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও

জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা সাইফুদ্দিন ইয়াহিয়া, গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ, গাংনী থানা অফিসার ইনচার্জ ওবাইদুর রহমান।

এ সময় উপজেলা মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা প্রীতম চৌধুরী, ক্ষেত্র সহকারী খন্দকার এজাজ হোসেন, জামালউদ্দিনসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে বস্তাভর্তি ফেন্সিডিল উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার করমদি দাখিল মাদ্রাসার সামনে থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় ১৪০ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করেছে বামুন্দি ক্যাম পুলিশ।

মঙ্গলবার সকাল দশটার দিকে বামুন্দি ক্যাম্পের এএসআই ইলিয়াস হোসেন পরিত্যক্ত অবস্থায় বস্তাভর্তি ১৪০ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করে।

বামুন্দি ক্যাম পুলিশের এসআই ইলিয়াস হোসেন জানান, সকালে স্থানীয়দের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে করমদি মাদ্রাসার সামনে থেকে একটি বস্তা উদ্ধার করা হয়। বস্তা তল্লাশি করে ১৪০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করে গাংনী থানায় জমা দেয়া হয়েছে।

গাংনী থানার ওসি ওবায়দুর রহমান জানান, করমদি মাদ্রাসার সামনে থেকে বস্তাভর্তি ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়েছে। বামুন্দি ক্যাম্প পুলিশ ১৪০ বোতল ফেনসিডিল গাংনী থানায় জমা দিয়েছেন।

মেহেরপুরের বিশিষ্ট নাট্যকার মশিউজ্জামান বাবু’র জানাযা সম্পন্ন

মেহেরপুরের বিশিষ্ট নাট্যকার ও জেলা শিল্পকলা একাডেমীর আজীবন সদস্য মশিউজ্জামান বাবু’র জানাযা সম্পন্ন হয়েছে। মেহেরপুর বড় বাজার জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে তার জানযার নামজ অনুষ্ঠিত হয়। পরে মেহেরপুর শেখ পাড়া কবর স্থানে তাকে দাফন করা হয়। মেহেরপুর ২ নং ওয়ার্ডের মৃত মসলেম আলী বিশ্বাসের ছেলে। বুধবার ভোর ৫টার দিকে নিজ বাসভবনে তার মৃত্যু হয়।

বড়বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি, জামান ক্লথ ষ্টোরের মালিক মনিরুজ্জামান দিপুর বড় ভাই জামান এন্টার প্রাইজের মালিক, জেলা শিল্পকলা একাডেমীর নাট্য প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।মৃত্যু কালে তার বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ লিভার ক্যান্সারসহ বিভিন্ন ধরনের রোগে ভুগছিলেন। মঙ্গলবার ভোরে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মশিউজ্জামান বাবু স্ত্রী ২ পুত্রসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রয়েছে।